দৈনিক ইনকিলাব

006

9 NOV 1987
তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা... ... ...1 কলাম...2... ...

বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের নির্দেশ অপ্রত্যাশিত ঃ সিণ্ডিকেট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল কলেজ ১৪ নভেম্বর পর্যন্ত বন্ধের নির্দেশ

।। বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ।।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিণ্ডিকেট গতকাল বিকেলে অনুষ্ঠিতব্য জরুরী সভায় বর্তমানে বিরাজমান সন্ত্রাসমুক্ত পরিবেশে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের সরকারী নির্দেশকে অপ্রত্যাশিত বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। সভায় ছাত্রদের হল ত্যাগের আদেশ প্রত্যাহার করা এবং ভাইস চ্যান্সেলর ও হল প্রশাসনের উপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার এখতিয়ার দেয়ার জন্য সরকারের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়।

গত শনিবার রাতে টেলিভিশন ও

শেষ পৃঃ ৫-এর কঃ দেখুন

বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের নির্দেশ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

রেডিওর মাধ্যমে প্রচারিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়সহ রাজধানীর বিভিন্ন কলেজ গতকাল থেকে আগামী ১৪ নভেম্বর পর্যন্ত বন্ধ ও গতকাল বিকেল ৪টার মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের হল ত্যাগের সরকারী নির্দেশের প্রেক্ষিতে সিণ্ডিকেটের এ জরুরী সভা আহবান করা হয়। ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর আবদুল মান্নান সভায় সভাপতিত্বকালে সিণ্ডিকেট সদস্যদের সরকারী নির্দেশ অবহিত করেন। তিনি সভায় জানান, যোগাযোগ ও যানবাহনের অসুবিধা বিবেচনা করে সরকারের পক্ষ থেকে টেলিফোনে সকালে জানানো হয়— রোকেয়া ও শামসুন্নাহার হল দু'টো ছাত্র-ছাত্রীদের হল ত্যাগের নির্দেশের আওতার বাইরে থাকবে।

সিণ্ডিকেটের এ জরুরী সভায় বলা হয়, যেহেতু বর্তমানে ঢাকা থেকে বহিরাগমনে যোগাযোগ, চলাচল ও যানবাহনের অসুবিধা রয়েছে সেজন্য ছাত্রদের হল ত্যাগের নির্দেশ বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। তাই সর্বস্তরের ছাত্র নেতৃবৃন্দ ও ছাত্রদের হলে শান্তি শৃংখলা বজায় রাখার অঙ্গীকারের প্রেক্ষিতে সিণ্ডিকেট সরকারের প্রতি উপরোক্ত আহবান জানিয়েছে।

সরকারী নির্দেশের প্রেক্ষিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ক্লাস ও পরীক্ষা আগামী ১৪ নভেম্বর পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। তবে এ সময় অন্যান্য প্রশাসনিক কাজ চলবে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বন্ধের কারণে ১৪ নভেম্বরের পরে অনুষ্ঠিত তথ্য বেশ কিছু পরীক্ষাও স্থগিত করেছেন। তবে ঢাকার বাইরে বি, এ, পাস ও সাবসিডিয়ারী পরীক্ষা চলবে বলে ভাইস চ্যান্সেলর জানিয়েছেন।

এদিকে বিভিন্ন আবাসিক হলের প্রায় ৮০ ভাগ ছাত্রই হল ত্যাগ করে চলে গেলেও যানবাহনের অভাবে অনেকেই ফিরে এসেছে। মেয়েদের হল দু'টিতেও প্রায় ৫০ ভাগ ছাত্রী রয়েছে। ভাইস চ্যান্সেলরের বাড়ীর সামনে ও ক্যাম্পাসের বিভিন্ন প্রবেশমুখে পুলিশ অবস্থান করছে।

অন্যদিকে গত শনিবার রাতে টেলিভিশনে সরকারী নির্দেশ প্রচারিত হওয়ার পর পরই বিভিন্ন হল থেকে মিছিল করে প্রায় কয়েকশ' ছাত্র ভাইস চ্যান্সেলরের বাড়ীর সামনে এসে নির্দেশের প্রতিবাদ জানায়। তারা প্রায় রাত দেড়টা পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করে নির্দেশের প্রতিবাদে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্বশাসন রক্ষার দাবীতে নানা শ্লোগান দিতে থাকে।

গতকাল সকালে রোকেয়া ও শামসুন্নাহার হল থেকে ছাত্রীরা হল ত্যাগ না করার দাবীতে মিছিল করে ভিসি'র বাড়ীতে এসে স্মারকলিপি পেশ করে। সকাল সাড়ে ১১টার দিকে সাধারণ ছাত্র, শিক্ষক ও কর্মচারীগণ ভিসি'র বাড়ীর সামনে নির্দেশের প্রতিবাদে এক সভার আয়োজন করে। সভায় বক্তৃতাকালে শিক্ষক সমিতির সভাপতি জনাব কে, এ, এম, সাদউদ্দিন বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় রক্ষার দায়িত্ব ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারী সকলের। অভ্যন্তরীণ সন্ত্রাস যেভাবে মোকাবেলা করা হয়েছে সরকারী সন্ত্রাস সেভাবে প্রতিহত করা হবে। তিনি বলেন, সিণ্ডিকেটের সিদ্ধান্ত ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করা যাবে না। সিণ্ডিকেট ছাড়া আর কারও সিদ্ধান্ত আমরা মানি না। সভায় বক্তৃতাকালে প্রক্টর জনাব আবদুল মান্নান চৌধুরী ঘোষণা করেন, যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বন্ধের সিদ্ধান্ত নেয়নি তাই শান্তিপূর্ণভাবে বিশ্ববিদ্যালয় খোলা থাকবে, ছেলেরা হলে থাকবে, ক্লাস হবে, প্রশাসনিক কাজ চলেবে। সভায় ছাত্র নেতৃবৃন্দের মধ্যে বক্তৃতা করেন সুলতান মুহম্মদ মনসুর আহমদ, আসাদুজ্জামান রিপন, মুশতাক হোসেন ও নুরুল ফজল বুলবুল। সভাশেষে ছাত্ররা একটি বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। মিছিলটি প্রেস ক্লাবের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় একটি রিআরটিসি বাসে আগুন ধরিয়ে দেয় ও অপর একটি ট্রাক ভাংচুর করে। পল্টন মোড়ে পুলিশের বাধায় মিছিলটি বিচ্ছিন্ন হয়ে এক অংশ জিপিরও'র দিকে চলে যায় এবং অপর অংশ ক্যাম্পাসে ফিরে আসে।

অন্যদিকে দুপুর দেড়টার দিকে জাতীয় যুব সংহতির একটি মিছিল শাহবাগের মোড় এলাকা দিয়ে ক্যাম্পাসে প্রবেশের চেষ্টা করে। কিন্তু পুলিশের বাধায় ফিরে যায়। মিছিলটি সায়েন্স ল্যাবঃ অভিমুখে যাওয়ার পথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণাধীন মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হলের কাছে গেলে কয়েকটি ককটেল বিস্ফোরণ ও ফাঁকা গুলী বর্ষণের শব্দ শোনা যায়।

জাতীয় পার্টির মহাসচিব ও শ্রম ও জনশক্তি বিষয়ক মন্ত্রী জনাব শাহ মোয়াজ্জেম হোসন এবং জাতীয় পার্টির যুগ্ম সম্পাদক লেঃ কর্নেল (অবঃ) জাফর ইমাম একটি খোলা জীপে চড়ে মিছিলটির নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন।

ঢাকা বিশ্বঃ শিক্ষক সমিতি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি বিশ্ববিদ্যলয় বন্ধ ঘোষণা করায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। গতকাল সমিতির সভাপতি প্রফেসর জনাব কে, এ, এম, সা'দ উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক জরুরী সভায় বলা হয়, গভীর রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ মহানগরীর বেশ কয়েকটি শিক্ষায়তন বন্ধ করার যে সরকারী ঘোষণা দেয়া হয়েছে তাতে তারা গভীরভাবে ক্ষুব্ধ। তাঁরা বলেন, যখন দীর্ঘদিনের নিরলস প্রচেষ্টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সুস্থ ও স্বাভাবিক শিক্ষা জীবন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যখন শিক্ষকবৃন্দ দীর্ঘদিনের সৃষ্ট সেশনজট দূর করার আপ্রাণ চেষ্টায় নিয়োজিত এবং যখন পরীক্ষাসমূহ অত্যন্ত নিয়মিতভাবে পরিচালনার কাজে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন তখন অত্যান্ত আকস্মিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রচলিত আইন (বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ ১৯৮৩) বহির্ভূত এহেন নির্দেশ জারী অত্যন্ত নিন্দনীয়। তারা এই নির্দেশ অতি শীঘ্রই প্রত্যাহারের জন্য সরকারের নিকট আহবান জানান। সভায় শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে হলসমূহে ছাত্র-ছাত্রীদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য অনুরোধ জানান।

অপর এক বিবৃতিতে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যায় শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর জনাব আলমগীর মজিবুল হক ও সাধারণ সম্পাদক ডঃ আ, সা, ও, কারণী বুয়েটসহ শহরের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ পুনরায় বন্ধ ঘোষণা করায় সরকারের তীব্র নিন্দা করেছেন।